খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 15 ❑ 26 June, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

এন.আর.সি, সি.এ. বিতর্কের মাঝেই মতুয়া কার্ডে
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সই জালের অভিযোগ

রাহুল দেবনাথ ঃ অভিযোগ, স্বয়ং কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ও মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের সই জাল করে মতুয়া কার্ড বিক্রি করছিল। অনেকদিন ধরেই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গতকাল রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের গাতির বাসিন্দা বছর চল্লিশের সবুজ মন্ডল ও তার স্ত্রী বছর ৩৭ এর মীরা মন্ডলকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে সবুজ মন্ডলের দোকান থেকে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও ১৪ টি মতুয়া কার্ড বাজেয়াপ্ত করে।

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের পাঁচ দিনের পুলিশের হেফাজত চেয়ে বনগাঁ আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে এই ঘটনার পেছনে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা। যদিও অভিযুক্ত নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

মাসে দুইদিন স্বাস্থ্য দীপ-এ বসবেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ

রাহুল দেবনাথ ঃ এবার থেকে মারণ রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসায় সীমান্ত এলাকার মানুষদের আর রোগী নিয়ে ছুটতে হবে না সুদূর কলকাতায়। এবার দুঃস্থ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল বনগাঁ পৌরসভা। পৌরসভার উদ্যোগে এবার থেকে 'স্বাস্থ্য দীপ' কেন্দ্রে মাসে দুইদিন করে বসবেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। মূলত সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের সুলভ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। পৌর প্রধান জানান, লক্ষ্য করা গিয়েছে অনেক গরিব মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও ঠিক মতো চিকিৎসা করাতে পারেন না। এই মারাত্মক রোগের যাতে সময়মতো চিহ্নিত ও চিকিৎসা করা যায়, সেইজন্য এই উদ্যোগ। আপাতত মাসে দুইদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য দ্বীপে রোগী দেখবেন। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে রোগী দেখার সময় আরও বাড়ানো হবে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে যাতে মানুষ এই চিকিৎসা পেতে পারেন, সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকবেন ডাঃ দেবজ্যোতি মাঝি। তিনি বলেন, বনগাঁ পৌরসভার এই মানবিক উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই। আপাতত মাসে দুইদিন আমি এখানে উপস্থিত থাকব ও রোগীদের দেখব। অনেক মানুষই জানেন না যে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ব্যবহার করে ক্যান্সারের বেশিরভাগ চিকিৎসা করানো সম্ভব। সেই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করাও আমার দায়িত্ব থাকবে। পৌরসভার এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বনগাঁর সাধারণ মানুষ। তাঁদের আশা, এর ফলে বহু গরিব রোগী সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেয়ে নতুন করে জীবন ফিরে পাবেন।

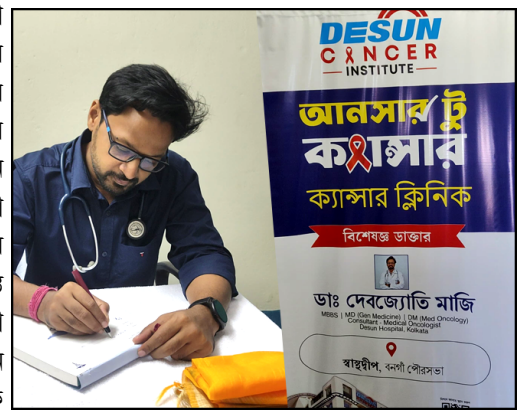

দুদিনে প্রায় পাঁচ কোটির অধিক সোনা উদ্ধার বিএসএফের

সংবাদদাতা ঃ মোটর বাইকে লুকিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার করল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার লক্ষ্মীপুর সীমান্তে। ভারতীয় পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন ২কেজি ৪৫১ গ্রাম, যার ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএসএফের কাছে আগেভাগে খবর ছিল সোনা পাচারের। এদিন ধৃতকে মোটর বাইকে করে লক্ষ্মীপুর গ্রাম থেকে একা আসতে দেখে বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হয়। মোটর বাইকটি দাড় করিয়ে তল্লাশি চালালে সিটের নিচ থেকে দুটি প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেট পাওয়া যায়। একটি প্যাকেটে একটি সোনার বার ও অন্য প্যাকেটে ১৬ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। এরপরেই তাঁকে আটক করে বিএসএফ। জানতে পারে, ওই ব্যক্তি এই সোনাগুলি বনগাঁ বাসস্ট্যান্ডে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন। এর বিনিময়ে সে প্রতি কেজিতে এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাবে। উদ্ধার হওয়া সোনা ও ধৃতকে শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। অপরদিকে বাগদার লক্ষ্মীপুরের পর বুধবার বিকালে ফের জিতপুর সীমান্তে পাচারের আগে আড়াই কোটি টাকার ২০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে বুধবার বিকালে ৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জিতপুরে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতের দিকে এক ব্যক্তি সাইকেল চালিয়ে আসছিল। সাইকেলের টায়ার দেখে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হলে তাকে দাঁড়াতে বলে। ওই ব্যক্তি সাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। পরপর দু'দিন বাগদা সীমান্তে পাচারের আগে সোনা উদ্ধারে বিএসএফের বড় সাফল্য। তবে এই সোনা উদ্ধারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আবার সীমান্ত দিয়ে সক্রিয় হলো পাচার চক্র? এই ঘটনার পর সীমান্তে আরো সতর্ক বিএসএফ। এদিনের উদ্ধার হওয়া সোনা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

ভাঙা রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের

সংবাদদাতা ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ, অবরোধ বিজেপি কর্মীদের। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের নাটাবেড়িয়া আইসমালি রোডে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, আইসমালি থেকে নাটাবেড়িয়ার মধ্যে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা। ভাঙা রাস্তার কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে পথ চলতি সাধারণ মানুষ। এমনকি দুর্ঘটনায় প্রাণও হারিয়েছে কয়েকজন। এমনই অভিযোগ এনে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা সহ বিজেপি কর্মীরা। রাস্তার মধ্যে কৃষকের লাঙল এনে ধান গাছের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে এই বিক্ষোভ চলতে থাকলে ঘটনাস্থলে আসে বাগদা থানার পুলিশ ও বাগদা বিডিও'র প্রতিনিধি। বাগদা বিডিও'র প্রতিনিধির আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট অমৃত লাল বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোন সংস্কার নেই। রাস্তার কারণে দুর্ঘটনা হয়েছে একাধিকবার। এক ব্যক্তি রাস্তায় ট্রাকের তলায় পড়ে তার হাত কাটা পড়ে। এমনকি দুর্ঘটনার জন্য মৃত্যু হয়েছে। বিডিও'র প্রতিনিধি এসে আশ্বাস দিয়েছে। দ্রুত এ রাস্তা সংস্কার না হলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। এ বিষয়ে মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মন্ডল বলেন, আমরা

তৃতীয় পাতায়...

মহাবিদ্যালয় এর অফিস ঘরে আগুন ' পুড়ে গেল পরীক্ষার খাতা সহ একাধিক নথি, চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা ঃ পরীক্ষার আগের দিন মহাবিদ্যালয়ের একটি অফিস রুমে আগুন লেগে পুড়লো প্রশ্নপত্র, খাতা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে। দ্রুত দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুড়ে

তৃতীয় পাতায়...

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৫ ❐ ২৬ জুন, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

ভাষা বিভ্রাট

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, মাতৃভাষার সুবাদে আমরা সকলেই বাঙালী। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব। আমাদের সুমধুর বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ আরও অনেকে। ব্রিটিশ শাসনকালে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের ফলে বাংলা ভাষা-ভাষীদের দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। যার ফলে সৃষ্টি হয় অধুনা বাংলাদেশের। এই দেশের অধিবাসীবৃন্দ ও ভাষার সুবাদে বাঙালী। এখানেই সমস্যা। পৃথিবী বৃহত্তম গনতন্ত্রের অন্যতম আমাদের এই ভারতবর্ষ। এখানে প্রকৃতিতে আছে যেমন বৈচিত্র, তেমনি ভাষার বৈচিত্র আরও বেশি। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা মিলিয়ে আমাদের এই মহান ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ৭০০-এর বেশী। অর্থনীতিতে বর্তমান ভারতবর্ষ মজবুত হলেও পশ্চিবঙ্গে কর্মসংস্থান খুবই কম। তাই জীবিকার সন্ধানে একটা শ্রেনীকে 'পরিযায়ী শ্রমিক' হয়ে ঘুরে ফিরতে হয় ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। বর্তমান সময়ে সেখানে ও বাদ সেঁধেছে ভাষা। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ৩ জন বাঙালী ও উত্তর ২৪ পরগণার বাগদার ২ জন বাঙালীকে শুধুমাত্র ভাষার কারণে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁদের কাছে বৈধ ভোটার-আধার- রেশন কার্ড ছিল। তবুও তাঁদের কথার গুরুত্ব না দিয়ে বা তাঁদের বৈধ কাগজপত্রের মান্যতা না দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরবর্তীতে যদিও সকলকে দেশে ফেরানো হয়েছে। তাহলে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? বাঙালী হওয়াটা কি অপরাধ? তিলোত্তমা কোলকাতায় তো বহু অবাঙালী বহু কাল ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করে চলেছে। তাঁদের তো কখনও ভিন্ন ভাষী বলে সমস্যায় পড়তে হয় না। তারা তো নির্বিঘ্নে বসবাস করে, ব্যবসা-বানিজ্য করে। সাম্প্রতিক এই ঘটনা বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বাঙালী সব সময় পথ দেখিয়েছে, শুধুমাত্র ভাষার কারণে, সে বাঙালী আজ নিপীড়িত। হায়রে গর্বের মাতৃভাষা—বাংলা! ভাষার কারণে নিপীড়ণ কী এখানেই থামবে, না কী বাঙালী সমাজ নতুন করে ভাববে নতুন কথা!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

সামাজিক সম্পর্ক : শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়। সমাজে কোনও ব্যক্তি তার পরিচয়ের কারণে হেয় প্রতিপন্ন হবে না বা কোনও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না।

এখন দেখা যাক UDHR-এর ২নং অনুচ্ছেদের নীতিমালা যুক্তরাজ্য, ইতালি ও জাপানের জাতীয় আইনে প্রতিফলিত হওয়ার পরেও, বাস্তবে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং অসাম্য আজও বিদ্যমান রয়েছে। যুক্তরাজ্যে 'হোস্টাইল এনভায়রনমেন্ট পলিসি'র মাধ্যমে অভিবাসীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ, ইতালিতে আফ্রিকান অভিবাসীদের প্রতি সহিংসতা বা জাপানে জাতিগত সংখ্যালঘু (যেমন জাইনিৎসু বা ওকিনাওয়ান অধিবাসী) ও নারীদের প্রতি কাঠামোগত পক্ষপাত এসবই প্রমাণ করে যে আইনি কাঠামো আর বাস্তবতার মধ্যে এক গভীর ফারাক রয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা মানবাধিকারের আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান, রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বিচারিতা এবং বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার রক্ষার চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গ্রেট ব্রিটেনে লঙ্ঘিত অধিকার অর্জনের জন্য অধিকার রক্ষা আন্দোলন বহুলাংশে সফল হয়েছে। হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট ১৯৯৮ এর ফলেই এই আন্দোলনগুলো আরও কার্যকর হতে পেরেছে। আপাতত উল্লেখযোগ্য একটি আন্দোলনের দিকে ফিরে দেখা যাক।

ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের বোঝা মনে করা হত, ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায়শই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হত। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে,তাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা বাড়িতে আবদ্ধ রাখা হত। তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, বা তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারত না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজ করার ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা হতো এবং কজের সীমিত সুযোগ পেত, যার ফলে তারা দারিদ্র্যেময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। বিভিন্ন ভবন, পরিবহন এবং অন্যান্য স্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহারযোগ্য ছিল না, যার ফলে তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারত না। তাদের প্রতি করুণা বা অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করা হত এবং তাদের ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হত না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ছিল না এবং তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যেত না।

এই ব্যাপক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই সংগঠিত হতে শুরু করেন এবং দাবি করেন যে, তাদের অক্ষমতার জন্য তাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা দায়ী নয়, বরং

চলবে...

নিবন্ধ

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একদিন

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

তাঁর বসবাস ও সাহিত্য-সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে শিলাইদহ ইতিহাসখ্যাত হয়েছে। এখানে দীর্ঘ জমিদারি জীবনের পাশপাশি তাঁর কাব্য ও সাহিত্য জীবনের কর্মকাণ্ড চলেছে সমান্তরাল গতিতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকে তাঁর 'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শিলাইদহে বসবাস ও জমিদারি পরিচালনাকালে তিনি তাঁর বিপুল সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বারবার ফিরতে চেয়েছেন শিলাইদহে। শিলাইদহ থেকে লিখেছিলেন, 'আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কী কখনও জন্মগ্রহণ করব! আর কী কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায়, এই নিস্তব্ধ গরাই নদীটির উপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জালিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব! হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে— আর, কিরকম মন নিয়ে বা জন্মাব। এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধ ভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কী ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব!' রথীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন, "গবেষক জীবনচরিত-লেখকেরা সঠিক খবর দিতে পারবেন, তবে সাধারণভাবে আমার ধারণা, বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয়নি।"

শুধু কাব্যরসের ধারাতেই তিনি মশগুল ছিলেন তা নয়, শিলাইদহে তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী পুরুষও। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, পল্লীসমাজের সার্বিক উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, স্কুল-ক্লাব-চিকিৎসালয় নির্মাণ সাপেক্ষে আদর্শ গ্রাম তৈরি, জমিদারি শাসন সংস্কার করে মোলী প্রথা প্রবর্তন, রায়ত-চাষাদের নিয়ে সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ মেলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা,তাঁতশিল্পের প্রসার, লোকসাহিত্য সংগ্রহ, লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণসহ অনেক কিছুই তিনি এখানে বসে করেছেন। এই কর্মযোগের ধারাবাহিকতাই ছিল শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা। শিল্পী যে কেবল শিল্পীই হবেন না,তারও যে সামাজিক দায়িত্ব আছে তা বহুমাত্রিকভাবে কালোত্তীর্ণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। বছর ছয়েক আগে পাবনায় এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে, যোগ দিতে যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। এই কুঠিবাড়ি থেকেই রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারি পরিচালনা করতেন তখন প্রতিদিন সকালে পায়ে হেঁটে পদ্মায় গিয়ে সকালের স্নান সারতেন। কিন্তু এখন পদ্মা অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। তবুও কুঠিবাড়ির পাশে পুকুরঘাট চারপাশের সবুজ

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

ঝুনু তখনও কোলেই থাকে। দিদি ওকে একটা খেলনা কিনে দিয়েছিল, আর আমাদের সকলের জন্য বাড়িতে জিলিপি কিনেছিল। সভাইপুর গ্রাম থেকেও স্কুলের ছেলে মেয়েরা তাদের মা বাবার সাথে মেলায় এসেছিল।

আমার মনে হয়েছিল, এই গাজন উৎসবে ভূত-প্রেতের স্থান বেশি। হাজরা তলায় দিদি আমাকে যেতে দেয়নি। নিশি রাতে স্বপনের মতো ছোট সন্ন্যাসীদের যাওয়া বারণ করে দিয়েছিল মূল সন্ন্যাসী ক্ষিতীশ বিশ্বাস। দিদি বলেছিল, "এই কৃচ্ছ্রসাধনের পথে শিবকে আরাধনা করা ঠিক না। নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে তাকে পুজো করুক কোনও দেবতাই চায়না, তো শিব! যে দেবতা বেল পাতাতেই সন্তুষ্ট হন, তিনি কখনও ভক্তদের কষ্ট চাইতে পারেন না!"

মা শিব পুজো করেন বাড়িতে। দিদিকেও মাঝে মাঝে বাড়িতে শিব পুজো করতে দেখেছি। আর নীল ষষ্ঠীর দিন বাড়িতে ধামায় করে শিব ঠাকুর নিয়ে আসত সন্ন্যাসীরা। মাধবপুর গ্রামেও নীল পুজোর দিন পাড়ার মেয়েরা বউরা সবাই উপোস থাকে। সন্ন্যাসীরা জল থেকে তুলে আনা সেই শিব ঠাকুর নিয়ে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি যায়। সেখানে যারা উপোস থাকে তারা দুধ গঙ্গাজল মিষ্টি দিয়ে শিব ঠাকুরের পুজো দেয়। বাড়ি থেকে কিছু ফলমূল সন্ন্যাসীদের আহারের জন্য দিয়ে দেয়। সেই ফল খেয়েই সন্ন্যাসীরা সেদিন কাটায়। আর একটা জিনিস গ্রামে খুব চালু আছে। এই সময় মাঠে ছোলা উঠে যেত। সেই ছোলা ভেজে কুটে ছাতু তৈরি করার চল ছিল। তখনকার দিনে এই সময়ে ছোলার ছাতু খাওয়া হত। ছাতু তৈরি করা হতো বড় বড় যাতায় পিষে বা ঢেকিতে কুটে। নীল পুজোর দিন আমি ছোটবেলায় বাড়িতে উপোস থাকতাম। আজকে যেন আমার মনে হল, ' চড়কের তো অনেক কিছুই আমি দেখলাম, টুকটাক সাহায্য করলাম, তাহলে আমারও নীল পুজো করা উচিত।' যেমন চিন্তা সে রকমই কাজ। সেদিন আমি ভাত খেলাম না। সারাদিন উপোস থেকে শিবের মাথায় আমিও জল দিলাম। তারপরে দুপুর বেলা অল্প কিছু ফল আর ছাতু খেয়ে থাকলাম। রাতে খেলাম সাবু ভিজে কলা দিয়ে দুধ দিয়ে। পয়লা বৈশাখের পরের দিন স্কুল খুললে কল্পনাকে আমি এই কথা বলেছিলাম। ও হেসেই প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মেয়েরা শিব ঠাকুরের মতো বর পাওয়ার জন্য নীল ষষ্ঠী করে। তুমি কাকে পাওয়ার জন্য করলে!"

বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী উত্তর দেব, হঠাৎ মনে পড়ল ওরই জ্যাঠা ক্ষিতীশ বিশ্বাস। দেরি না করে বলে দিলাম, " ক্ষিতীশ জ্যাঠা তাহলে কেন এই চড়ক পুজোর মূল সন্ন্যাসী হয়েছেন। উনি কী নিজের জন্য কোনও কিছুর কামনায় এই কৃচ্ছ্র সাধন করছেন! উনি গ্রামের সকলের মঙ্গলের জন্যেই এই কাজ করছেন। আমিও না হয় তাই করলাম।"

আমার দিকে তাকিয়ে পড়েছিল কল্পনা। দৃষ্টি কেমন ছিল আমি বুঝে উঠতে পারিনি। তবে আমার মনে হয় দৃষ্টিতে মায়া বা করুনা কিছু ছিল না, খানিকটা অহংকারের ভাব ছিল।

মেয়েদের মন বোঝাই দায়। আমাকে নিয়ে কল্পনার এত অহংকার কিসের। তবে কল্পনা যে একটা ভালো বন্ধু তা আমি বুঝতে পেরেছি। হয়তো সেই বন্ধুত্বের খাতিরে আমাকে অনেক সময়, কোন না কোনও অঘটন থেকে রক্ষা করেছে। তখন দেখেছি ওর মুখে একটা শান্তির ছায়া। এই অহংকার আর শান্তির ছায়াকে কী বলে আমি ঠিক জানিনা। তবে এইটুকু পাওনা আমার জীবনের একটা নতুন দিগন্তের হদিশ দিচ্ছে।

তবে কল্পনার মন বোঝার চিন্তা না করেই ওকে আমি লক্ষ্য রাখতাম। ' মনে হতো কৈশোরের বন্ধুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।' কোনও কোনও দিন বিকালের দিকেও আমাদের দেখা হত। একদিন একটা নতুন নির্মিয়মান বাড়ির মধ্যে দেখা হল। কল্পনা সেজেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। টানা টানা চোখ আরও একটু বড় মনে হচ্ছে। চুলের দুটো লম্বা বিনুনী পিঠের উপর ঝুলছে। একটা সুগন্ধ আশেপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম " গন্ধটা কিসের?" ও জবাব দিলো, "মাথা ঘষে ছিলাম। মা জবা কুসুম তেল মাথায় মাখিয়ে বিনুনি করে দিয়েছে। "

সুগন্ধের কত রকম ভূমিকা। মানুষকে দেবতার মন্দিরে পৌঁছিয়ে দেয়। আবার ভালবাসার আবেগে ভরিয়ে তোলে। সেদিনের সেই গন্ধের অনুভব কী ছিল এখন আর মনে করতে পারছিনা। তবে এটুকু মনে আছে গন্ধটা আমাকে মাতিয়ে রেখেছিলে।

চোদ্দো

সবকিছু ঠিকঠাক নিয়ম মেনে চললেই তবে স্বাভাবিক অবস্থান থাকে।

চলবে...

চাঁদপাড়ায় নব মনোনীত যুব সভাপতিকে সংবর্ধনা তৃণমূল পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস এর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় কিছু রদবদল ঘটে, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি পদে নিরুপম রায়ের বদলে নতুন সভাপতি হন গাইঘাটারই যুব নেতৃত্ব সব্যসাচী ভট্ট।

গত ২২ জুন অপরাহ্নে চাঁদপাড়ার তৃণমূল ব্লক কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নব নির্বাচিত যুব সভাপতি শ্রী ভট্টকে পুষ্পস্তবকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক শুভঙ্কর মণ্ডল, জেলা নেত্রী শিক্ষিকা কল্পনা পাল, ব্লক নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ বাগচি প্রমুখ।

সভাপতি নাজিমুদ্দিন মণ্ডল দলীয় সভায় অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও মোবাইল ফোনে নব নির্বাচিত যুব সভাপতি শ্রী ভট্টকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

সোনালী সংঘের রক্তদান

সংবাদদাতা ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে বিগত বছরগুলির মতো এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘের

সদস্যগণ। গত ২২ জুন ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত শিবিরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ রক্ত সংগ্রহ করেন। অন্যতম সংগঠন শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত জানান, এদিন কয়েকজন মহিলা সহ মোট ৬১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সেই সঙ্গে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসকগণ দুস্থ মানুষজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

ক্লাবের অন্যতম সদস্য বিধান দাস জানান, রক্তদান উৎসব শেষে সন্ধ্যায় ক্লাব প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তীর আকর্ষনীয় ম্যাজিক শো এবং সেই সঙ্গে সহ অভিনেত্রীগণ সহ শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে।

ঠাকুরনগরে চলন্তিকার স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৫২ জন

সংবাদদাতা ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট ঘোচাতে বিগত বছরগুলির মতো এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন ঠাকুরনগরের অন্যতম সামাজিক সংগঠন চলন্তিকা শিক্ষা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ। গত ২২ জুন সকালে সংগঠন প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর।

প্রয়াতা শিক্ষিকা অঞ্জলীরানী বিশ্বাসের স্মৃতিতে এদিনের আয়োজিত শিবিরে ১২ জন মহিলা সহ মোট ৫২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বনগাঁ জে, আর, ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি, পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ স্বেচ্ছা রক্ত দাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন।

শিবিরের উদ্যোক্তা চলন্তিকার সদস্য-সদস্যা ও স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন স্থানীয় বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, ঠাকুরনগর বইমেলা কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল প্রমুখ। রক্তদাতা সহ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে স্বাগত জানান সংস্থার অন্যতম সংগঠক ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অলক মণ্ডল, গোবিন্দ দত্ত, গৌর চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ সদস্যগণ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে চলন্তিকার সদস্যগণের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

নক্সার শিশু-কিশোর নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙা অন্যতম নাট্যদল নকসার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ১২-১৫ জুন শিশু কিশোরদের নিয়ে নাটকের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে। কর্মশালার শেষ দিনে প্রশিক্ষনার্থীগণ এই হিন্দি নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

যোগতীর্থের যোগ দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ বনগাঁর অন্যতম যোগ প্রশিক্ষণ ও চর্চার প্রতিষ্ঠান যোগতীর্থ গত ২০ জুন বিশ্ব যোগ দিবসের প্রাক্কালে এক যোগা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষিকা শীলা সানা, শিক্ষিকা প্রতিমা দাস প্রমুখ। যোগতীর্থের প্রাণ পুরুষ বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীরা বিশিষ্টজনের উত্তরীয় ও লাল গোলাপে বরণ করেন। সমবেত যোগ শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকগণের সামনে অ্যাবাকাস প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সুকুমারমতি কচি কাঁচা পড়ুয়াদেরকে অংক বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্বযোগ দিবসে ঠাকুরনগর কলাভূমির যোগ দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ ২১ জুন বিশ্বযোগ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলাভূমি। কলাভূমির কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বণিক জানান, একাদশতম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সকালে সংস্থার ছোট-বড় সকল সদস্যগণ গাইঘাটায় সমবেত হন। উপস্থিত ছিলেন নৃত্য শিল্পী ও নৃত্যশিক্ষার্থীনিগণের অভিভাবকগণও।

নৃত্য শিক্ষক শ্রী বণিক দিনটির তাৎপর্য ব্যক্ত করে বলেন, শরীর ও মন সুস্থ্য, সবল ও নীরোগ রাখতে ছোট-বড় সকলেরই নিয়মিত যোগাসন চর্চা করা প্রয়োজন। ভালো নৃত্য শিল্পী হতে গেলে যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী কৃষ্ণ বাবু। যোগ দিবসের কর্মসূচীতে উপস্থিত নৃত্য শিক্ষার্থীনিগণ এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত অভিভাবকগণও যোগাসন প্রদর্শনে অংশগ্রহন করেন।

গোবরডাঙায় সাড়ম্বরে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার যোগ দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ গত ২১ জুন গোবরডাঙার বোধন সেবা কেন্দ্রের হল ঘরে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শিল্পী সেনের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা আয়োজিত বিশ্বযোগ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় যোগ প্রশিক্ষক গণেশ পাল, সমাজ সেবি ধর্মপ্রাণ পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লেখক পালাশ মণ্ডল, সাংবাদিক আশিস ঘোষ, সুজিত দুয়ারী, দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্নধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশ্বযোগ দিবসের সূচনায় যোগ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যোগ শিক্ষক গনেশ পাল, বিশিষ্ট লেখক পলাশ মণ্ডল, পাঁচু গোপাল হাজরা প্রমুখ।

অর্ধশতাধিক যোগ শিক্ষার্থীর সমবেত ধ্যান মন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে একাদশ বর্ষ যোগ দিবসের সূচনা হয় প্রশিক্ষানার্থীগণ ধ্যান, প্রানায়ম ছাড়াও ১০ টি বিশেষ যোগাসন প্রদর্শন করে। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন, শরীর ও মন সুস্থ্য রাখতে সকল নাট্যকর্মীরই নিয়মিত যোগাভ্যাস করা বাঞ্চনীয়। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের সমগ্র কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সংস্থার প্রাণপুরুষ প্রদীপ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, গৌতম চক্রবর্তী বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ। যোগ প্রদর্শন শেষে অংশগ্রহনকারী সকল শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মহাবিদ্যালয় এর অফিস ঘরে আগুন

প্রথমপাতার পর...

যাওয়া অফিসের ওই ঘরটিতে পরীক্ষার খাতা, উত্তরপত্র সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র রাখা থাকে। এদিন সকালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা হঠাৎ লক্ষ্য করেন, ওই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় কলেজের কাছাকাছি থাকা কর্মীদের এবং দমকল অফিসে।

কলেজের কর্মীরা জানিয়েছেন, শনিবার থেকে সিক্স সেমিস্টারের পরীক্ষা হওয়ার কথা। তার আগে আগুনে পুড়ে গিয়েছে পরীক্ষার খাতা সহ অন্যান্য সামগ্রী। প্রিন্সিপালকে জানানো হয়েছে, তিনি কলেজে আসার পরেই বোঝা যাবে কী কী নষ্ট হয়েছে। এই আগুন কোথা থেকে কিভাবে লাগলো তা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগের কর্তা সহ কলেজের কর্মীরা।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

ভাঙা রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ

প্রথমপাতার পর...

রাস্তাটি তৈরি করবার জন্য সমস্ত রকম পরিকল্পনা করেছি।

খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। কিন্তু এখানে বিজেপির সাংসদ রয়েছে। তিনি কেন এই রাস্তা করবার জন্য কোন পদক্ষেপ করেননি?

SCHOOL ORIENTED MIME
AND
THEATRE WORKSHOP 2025
ORGANISED BY : THAKURNAGAR THEATRICS
Reg.No. S/2L/49229
Address :- P.O. : Thakurnagar, Dist : North 24 Pgs, W.B. Pin- 743287
-: Venue :-
THAKURNAGAR HIGH SCHOOL
Date : 17 June To 27 June 2025 ★ Time : 10 : 00 am To 4 : 30 pm
Inaugurated By : AJITESH BISWAS
(Headmaster Thakurnagar High School)
Contact us to : 9064323500, Whatsapp No. 9088509494
Financial Assistant By : Ministry of Culture (Govt. of India)
Ministry of Culture
Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Sangeet Natak Akademi

বকেয়া টাকার দাবীতে পথে নামল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এর ঠিকাদার সংগঠন

সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘদিন ধরে কাজের বকেয়া টাকা না পেয়ে পথে নামলেন সারা রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এর ঠিকাদার সংগঠন। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রাপ্য টাকার দাবি জানিয়ে ২৩ তারিখ থেকে তিন দিনব্যাপী রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন বনগাঁর ঠিকাদার সংগঠনের সদস্যরাও। বনগাঁয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহকারি বাস্তুকারের অফিসের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

সংগঠনের পক্ষে প্রবীর কুমার মন্ডল বলেন, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি, মালদা থেকে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা সর্বত্র ঠিকাদারদের একই অবস্থা, গত পঞ্চায়েত, লোকসভা নির্বাচনে কাজ করেছিলাম। তার টাকা আজও পাইনি আমরা। জনস্বাস্থ্য দপ্তরের জে জে এম সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে না ফলে আমরা বাধ্য হয়ে কর্ম বিরতির পথে।

এই আন্দোলনের ফলে জনমানসে বড় প্রভাব পড়তে চলেছে বলেও দাবি করেছেন সংগঠনের অপর ঠিকাদার তপন ঘোষ তিনি বলেন আমরা আমাদের শ্রমিকদের টাকা দিতে পারছি না, বহু মানুষ এর সাথে যুক্ত। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে পানীয় জলের পরিষেবা ব্যহত হবে। আমাদের অনিচ্ছা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের আর কিছুই করার নেই। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে মহকুমায় আন্দোলনের পর জেলা, এমনকি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছেও ২৬ জন সকলের সই সম্মিলিত স্মারকলিপি জমা দেবেন তারা

একাধিক বেনিয়মের অভিযোগে আইনজিবীদের স্মারকলিপি জেলারকে

সংবাদদাতা: জেলের ভেতর একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ এনে বনগাঁ উপ সংশোধনাগারের জেলারকে স্মারকলিপি জমাদিল বনগাঁ বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বনগাঁ মহাকুম আদালতের আইনজীবিরা মিছিল করে জেলখানার সামনে জড়ো হয়। কিছু সময় বিক্ষোভ করে। তাদের বক্তব্য, সরকারের তরফ থেকে আসামীদের জন্য বরাদ্দ মাছ-মাংস ও বিভিন্ন সামগ্রী তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। বাংলাদেশীদের পুনরায় পুশব্যাক করার সময় তাদের সঙ্গে থাকা বিভিন্ন গহনা ছাড়াও বিভিন্ন সামগ্রী তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয় না। পুরনো আসামীরা ভয় দেখিয়ে নতুন আসামীদের বাধ্য করে তাদের বাড়ির থেকে টাকা-পয়সা নেওয়ার জন্য। বনগাঁ বার অ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক সমীর দাস বলেন, বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সার্থক মিমিক এর মূকাভিনয়

সংবাদদাতা ঃ গত ২১ জুন সন্ধ্যায় মছলন্দপুরের পদাতিক মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে কলকাতার মিমিক সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয়বর্ষ জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের জন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অজিত সাহা, ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী, বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা ও নৃত্য শিল্পী সঞ্চিতা সেন মুখার্জী। মিমিক এর কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা রনেন চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবক ও স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে মিমিক ও ইমন সেন্টারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইমন মাইমের প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদারের সুচারু সঞ্চলনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের শুরুতে স্বনামখাত মূকাভিনেতা সুশান্ত দাসের নির্দেশনায় মূকাভিনয় পরিবেশন করেন বর্ষিয়ান মূকাভিনেতা

রনেন চক্রবর্তী ও নির্বাক আশায় এর বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শিল্পী মিনাঙ্ক ডেকা। দ্বিতীয় দিনের উল্লেখ যোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল, মূক শিল্প ও থিয়েটার শীর্ষক সেমিনার ও মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ শিবির। সন্ধ্যায় ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত ইমন মাইমের ও কলকাতার মূক একাডেমীর মুকুল দেবের নির্দেশনায় এবং সবশেষে চঞ্চল কুমার শী পরিবেশিত মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। এদিন সঞ্চিতা সেন মুখার্জীর নির্দেশনায় নৃত্যনীড়ের শিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্য নাট্য দেবী চৌধুরানী উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে সার্থক মিমিক এর মুকাভিনয়।

রেশন দোকান থেকে জগন্নাথ ধামের প্রসাদ

নীরেশ ভৌমিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে রেশন ডিলারদের মাধ্যমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘার সমুদ্র সৈকতে নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যের সাথে গত ২২ জুন গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন পরিমল সাহার রেশন দোকান থেকে প্রাসাদ বিতরণ কর্মসূচীর সূচনা হয়।

পরদিন চাঁদপাড়া অঞ্চলের ঢাকুরিয়া গ্রামের ডিলার অমিত মজুমদারের রেশন শপ থেকে গ্রামবাসী রেশন গ্রাহকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। জগন্নাথধাম মহাপ্রসাদ লেখা বড় প্যাকেটে পলিপ্যাকের মধ্যে ১টি গজা, ছোট ১ পিস্ প্যাড়া সন্দেশ পরিবার পিছু প্রদান করা হয়। দোকান কর্মী পরিবারের ১ জনের রেশন কার্ড নাম্বার একটি খাতায় নথিভূক্ত করে উপস্থিত পরিবারের সদস্যর স্বাক্ষর করিয়ে প্রসাদের প্যাকেট তাঁর হাতে তুলে দেন। প্যাকেটের বাক্সে জগন্নাথ মন্দিরের একটি সুদৃশ্য ছবি সকলের নজর কাড়ে। এদিনের প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা ইতা লোধ রায় ও সোমা গাইন। ছিলেন গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কাজল ঘোষ ও উত্তম লোধ প্রমুখ। এদিনের প্রসাদ প্রদানের সংবাদ সর্বত্র যথাযথভবে না পৌঁছানোয় গ্রামবাসীগণের তেমন উপস্থিতি চোখে পড়েনি। তবে প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্রে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ৪ জন পুলিশ কর্মীর উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে সংবর্ধনা সেরা রক্তদাতাগণকে

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৪ জুন ছিল বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। দিনটিকে সামনে রেখে ১৭ জুন সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে হাসপাতালের সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, স্বেচ্ছা রক্তদাতা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজকদের নিয়ে এক বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

পদযাত্রা শেষে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বসিরহাট ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্তা চিকিৎসক বিজয়া ভট্টাচার্য সহ আরোও অনেক। রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা থেকে রক্তদান আন্দোলন শুরু হয়, ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ টি, কে, পালিত। এদিন মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন এবং প্রতিবছর স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন, এরকম ১২৪ টি ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিগণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিশেষ সম্মান জানানো হয় যাঁরা ইতিমধ্যে ২৫, ৫০ ও ৭০ বারেরও বেশি বার স্বোচ্ছায় রক্তদান করেছেন এমন স্বেচ্ছা রক্ত দাতাদের। এদিনের অনুষ্ঠানে অঞ্জন মিত্র, দীপক বসু, সুদীপ্ত ব্যানার্জী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য রক্তদাতাদের বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। রক্তদান আন্দোলন এবং স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই মহতী উদ্যোগকে মহকুমার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন সাধুবাদ জানান।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**